



220949 - চুরকিত সম্পদ থেকে তওবা করতে হলে উক্ত সম্পদ তার মালিককে কথিবা মালিকি মারা গলে তার ওয়ারশিদরেকে ফরিয়ি দতি হবো

---

প্রশ্ন

অনকে বছর আগে সে তার দাদা-দাদীর সম্পদ থেকে চুরকিরছে; যখন সে যুবক ছিল। সে তওবা করছে। এখন তওবা পূরণ করার জন্য মানুষের অধিকার ফরিত দয়ো শুরু করছে। দাদা-দাদী মারা যাওয়ার পর তাদের সম্পদরে সমপরমাণ মূল্য দান করে দেওয়া কী জায়গে হবো? কারণ ওয়ারশিদরে কাছে পট্টো কঠনি, তাদের সংখ্যাও অনকে এবং এ দেশে গরীব লোকরে সংখ্যা প্রচুর। তিনি মনে করেন যে, এ সম্পদ দান করলে তারা দুইজনরে কাছে সওয়াব পট্টো যাবো।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার এর সাথে সম্পৃক্ত গুনাহ থেকে তওবা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত হল: অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ মালিককে ফরিত দেওয়া এবং এটা থেকে মুক্ত হওয়া। দলিল হচ্ছে— আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানহানি বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুমের জন্য দায়ী, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেয়; সে দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা দরিহাম (রৌপ্যমুদ্রা) থাকবে না। সে দিন তার কোন সংকরম থাকলে সেটা থেকে তার যুলুমের পরিমাণ কটে নেয়া হবে। আর তার কোন সংকরম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপের কিছু তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে।"[সহিহ বুখারী (২৪৪৯)]

যখন কোন মানুষ কারো সম্পদ চুরকিরে এবং তার পক্ষে তাকে জানানো কঠনি হয়ে যায় কথিবা জানালে সংকট আরও বাড়ার আশংকা থাকে; যমেন— তাদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট হওয়া; সেক্ষেত্রে জানানোটা আবশ্যকীয় নয়। বরং সম্ভাব্য যে কোন পদ্ধতিতে তাকে সম্পদটা ফরিয়ি দবি; যমেন তার একাউন্টে জমা করে দেওয়া কথিবা এমন কাউকে দেওয়া যে তার কাছে পট্টোয়ি দবি কথিবা এ ধরণের অন্য কোন মাধ্যমে।

দুই:

প্রশ্নকারীর উপর আবশ্যকীয় তার দাদা-দাদীর ওয়ারশিদরে কাছে সম্পদ ফরিয়ি দেয়া; এমনকি সেটা তার পক্ষে কঠনি



হলও; যহেতু এটি সম্ভবপর। কঠনি হলও সম্ভবপর হওয়া, আর ফরিয়ি দেওয়া সম্ভবপর না হওয়া—দুটো বিষয়ের মাঝে পার্থক্য আছে। যদি সম্পদ তার মালিককে ফরিয়ি দেওয়া সম্ভবপর হয় তাহলে তাদরেককে ফরিয়ি দেওয়া আবশ্যকীয়; কনেনা তারাই এর হকদার। এ সম্পদ খরচ করার অধিকার তাদরেই। তাদরেককে না জানিয়ে তাদরে সম্পদ দান করা জায়যে নয়; এমনকি আপনারা যে দেশে আছেন সে দেশে গরীবদের সংখ্যা অনেকে বেশি হলও। কারণ কোন ব্যক্তির জন্য অন্যরে সম্পদ থেকে তার অজান্তে গরীবদের মাঝে দান করা সঙ্গত নয়। সে নিজের সম্পদ থেকে যা খুশি দান করতে পারে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "সম্পদগুলো মালিকদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে; যহেতু তারা চনো ব্যক্তি কিংবা তাদরে ওয়ারশিগণ চনো ব্যক্তি। পক্ষান্তরে, আপনি যদি তাদরেককে ভুলে যান কিংবা মূলতঃই না চনেনে কিংবা তাদরেককে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে আপনি নিরাশ হয়ে পড়েন— সে ক্ষেত্রে আপনি তাদরে পক্ষ থেকে দান করে দেন। কিন্তু, তারা যদি চনো মানুষ হয় কিংবা তারা মারা গেছেন তবে তাদরে ওয়ারশিগণ চনো হয়; কারো জন্য হয়ত তাদরে কাছে গিয়ে বলা: 'আমি তোমাদের কাছ থেকে এ সম্পদগুলো অবৈধভাবে গ্রহণ করছি, আপনারা আমার তওবা গ্রহণ করুন এবং সম্পদগুলো গ্রহণ করুন'— সমস্যা হতে পারে। এ দিক থেকেও এটা কঠনি হতে পারে যে, শয়তান হয়তো তাদরে মনে ঢুকিয়ে দিবে যে, তুমি এর চয়ে বেশি সম্পদ নিয়েছে ইত্যাদি। তাই, আপনি একজন আস্থাভাজন, বুদ্ধিমান ও দ্বীনদার মানুষ খুঁজে নিন। তাকে বলবেন: ভাই, বিষয়টি এমন এমন। অমুকরে এই পাওনা আছে কিংবা সে মারা গিয়ে থাকলে তার ওয়ারশিদের এই পাওনা আছে। আশা করি সে ব্যক্তি আপনাকে দায়মুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন এবং যাদরে পাওনা তাদরে সাথে যোগাযোগ করে বলবে যে, ভাই! এই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তওবা করছেন। তিনি তোমাদের এত এত সম্পদ অন্যায়ভাবে নিয়েছেন। এই নাও সে সম্পদ। এভাবে তার দায়মুক্ত হবে। কারণ আলমেগণ বলেন: যে সম্পদরে মালিক চনো; সে সম্পদ তার মালিকের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।"[আল-লিকা আস-শাহরি, নং-৩১ থেকে সমাপ্ত]

আর জানতে দেখুন: [148902](#) নং প্রশ্নোত্তর।

যদি মানুষ সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করে এবং মানুষের হক পরিশোধ করে দেয়ার চেষ্টা করে তখন নশ্চয় আল্লাহ তার জন্য সহজ করে দিবে। যতই তার কাছে মনে হোক না কনে বিষয়টি কঠনি।

প্রশ্নকারীর বক্তব্য: "তিনি মনে করেন যে, এ সম্পদ দান করলে তারা দুইজনের কাছে সওয়াব পৌঁছবে।"

এ সম্পদরে উপর এখন আর তার দাদা-দাদীর মালিকানা নাই। বরং এর মালিকানা এখন ওয়ারশিদের।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।